আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ



অটিস্টিকদের জন্য এহসান

ফাবিয়ান খান ও ফয়সাল শোভন

৯ বছরের সিয়াম অটিস্টিক ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন স্কুলের ছাত্র। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে না পারলেও মজা করে কম্পিউটারে গেইম খেলতে পারে ও। গেইমটির মূল চরিত্র সিয়াম নিজে। দৌড় প্রতিযোগিতার এই গেইমে প্রতিদ্বন্দ্বী নিজস্ব গতিতে দৌড়ালেও সিয়ামের গতি নির্ভর করছে ওর কণ্ঠের ওপর। যত জোরে সিয়াম বলছে 'দৌড়াও', ততই দ্রুতগতিতে চলে কম্পিউটারের সিয়াম। সিয়াম জিতে গেলেই কম্পিউটার বলে ওঠে, 'অভিনন্দন সিয়াম। তুমি জিতে গেছ।' এতে ওর খুশির অন্ত নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) মিডিয়া ল্যাবে এ ধরনেরই একটি প্রকল্পে কাজ করছেন বাংলাদেশের তরুণ গবেষক এহসান হক। এমআইটি মিডিয়া ল্যাব উদ্ভাবিত 'স্ক্র্যাচ' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অটিস্টিক শিশুদের জন্য বেশ কিছু গেইম তৈরি করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্যের পর এবার নিজের দেশেই কিছু করার জন্য ছুটে এসেছেন এহসান। সম্প্রতি কালের কণ্ঠ কার্যালয়ে 'টেক বিশ্ব'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালেন, সিয়ামের মতো অসংখ্য অটিস্টিক শিশু তাঁর তৈরি এই গেইম খেলতে খেলতে শেখার আনন্দ পেতে পারে।

পেছনের কথা

২০০৯ সালে শিক্ষানবিস হিসেবে ডিজনির গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে কাজ করার সুযোগ পান এহসান। সে সময় তিনি তৈরি করেন এমন একটি সফটওয়্যার, যার সাহায্যে প্রথমবারের মতো কোনো রোবট মানবিক আবেগ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এর আগে ডিজনিতে রোবটের আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পাপেটিয়ার ব্যবহার করা হতো। 'অটো' নামের রোবটটি নিয়ে কাজ করার সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন, রোবটের মতো অটিজমে আক্রান্ত শিশুরাও মানবীয় আবেগ বুঝতে পারে না। মিডিয়া ল্যাবে ফিরে আটজন অটিস্টিক শিশুকে নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। 'স্ক্র্যাচ' গেইম ডেভেলপমেন্ট টুল ব্যবহার করে তাদের ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান তিনি। এ গবেষণায় সাফল্য তাঁকে এনে দেয় 'আইট্রিপলই গোল্ড হিউম্যানেটেরিয়ান ফেলোশিপ'। তড়িৎ প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক এই সংস্থা থেকে প্রতিবছর ১০ জন প্রকৌশলীকে এ ফেলোশিপ দেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর কাজে অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন।

খেলতে খেলতে বলতে শেখা

এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের তৈরি সফটওয়্যার 'স্ক্র্যাচ' প্ল্যাটফর্মে তৈরি হওয়া গেইমগুলো অটিজমে আক্রান্তদের ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করে। গেইমগুলোর যেকোনো চরিত্রকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়াও সম্ভব, যেমনটি করা হয়েছিল সিয়ামের জন্য। এমনকি অভিনন্দন বার্তাও নিজের মতো বেছে নেওয়া সম্ভব। ি.ি.িংপৎধঃপয.সরঃ.বফঁ থেকে যে কেউ ডাউনলোড করে নিতে পারেন 'স্ক্র্যাচ' সফটওয়্যারটি। এই টুলটি ব্যবহার করার জন্য সাধারণ মানের একটি কম্পিউটারই যথেষ্ট। এমনকি ওয়ান ল্যাপটপ পার চাইল্ড (ওএলপিসি) প্রকল্পের ১০০ ডলার মূল্যের ল্যাপটপগুলোয়ও বিল্টইন ফিচার হিসেবে যোগ করা হয়েছে 'স্ক্র্যাচ'।

নেগ্রোপন্টের আশীর্বাদ

এহসান হক বাংলাদেশে আসার আগে যোগাযোগ করেন ওয়ান ল্যাপটপ পার চাইল্ড (ওএলপিসি) প্রকল্পের প্রধান নিকোলাস নেগ্রোপন্টের সঙ্গে। দুই দিন ভেবেচিন্তে নিকোলাস নেগ্রোপন্টেকে একটি ই-মেইল পাঠান এহসান। ই-মেইলের জবাব আসে এক মিনিট পরেই। নেগ্রোপন্টে জানতে চান, তাঁর কয়টি ল্যাপটপ প্রয়োজন। ছয়টি ওএলপিসি ল্যাপটপ নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এহসান। প্রকল্পের সাফল্য যাচাই সাপেক্ষে নিকোলাস নেগ্রোপন্টে তাঁকে আরো সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশে তাঁর উদ্যোগ

বাংলাদেশে কাজ করার পরিকল্পনা করার পর তিনি ফেইসবুকে এ সংক্রান্ত একটি নোট লেখেন। অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী এমন ৩০০ জন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে ফিরে তাঁদের কয়েকজনকে নিয়েই কাজ শুরু করেন এহসান। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন বুয়েটের কম্পিউটার কৌশল বিভাগের প্রভাষক ইশতিয়াক আহমেদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল বিভাগের প্রভাষক শামসুল কাউনাইনসহ আরো অনেকেই। বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা কার্যক্রমের মূল সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্র খালিদ সাইফুল্লাহ। এহসান হকের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে এই কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি।

স্বেচ্ছাসেবীদের কর্মশালা

প্রযুক্তি ব্যবহারে কিভাবে অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা করা যায়, তার ওপর একটি কর্মশালার আয়োজন করেন এহসান হক। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। এ স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তিনি ভবিষ্যতে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চান, যার মাধ্যমে সারা দেশে 'স্ক্র্যাচ'-নির্ভর গেইমগুলো অটিস্টিক শিশুদের দোরগোড়ায় পেঁৗছে যাবে। আরো জানতে এহসানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন শযধষরফ৯৯১৩_ুধযড়ড়.পড়স এই ই-মেইল ঠিকানায়।

ছবি: কাকলী প্রধান

Print

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : মোস্তফা কামাল মহীউদ্দীন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে মোস্তফা কামাল মহীউদ্দীন কর্তৃক বসুন্ধরা সিটি, ১৩/ক/১ পান্থপথ থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৮৩, ব্লক-কে বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২। E-mail : info@kalerkantho.com